ইভটিজিংয়ের
কারণ ও প্রতিকার
নারীদের হিজাব ফ্যাশন
হাশিম বিন আব্দুল হাকিম
সম্পাদনায় :
হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব
আকিব প্রকাশনী

ইভটিজিংয়ের কারণ ও প্রতিকার

এবং

নারীদের হিজাব ফ্যাশন

হাশিম বিন আব্দুল হাকীম

সম্পাদনায়

হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব

আকিব প্রকাশনী

০১৭-৬৪২০-৫৪২০, ০১৯-১২৪০-৯০৯৭

পরিবেশনায় : আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা

২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০২-৭১৬৫১৬৬, মোবাইল : ০১১৯১-৬৩৬১৪০

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০১২ ঈসায়ী, যিলহাজ্জ ১৪৩৩ হিজরী

মূল্য : ২৪/- টাকা মাত্র

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

বর্তমানে আমাদের সমাজে ইভটিজিং সমস্যা এক প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ সমস্যার জন্য রাষ্ট্র থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকেও অনেক লেখালেখির মাধ্যমেও জোরালো প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু এর সঠিক সমাধান হচ্ছে না। কারণ ইভটিজিং সমস্যার মূল উৎস চিহ্নিত না করে এবং তার বিরুদ্ধে যথাযথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে এ সমস্যার মূলোৎপাটন করা সম্ভব নয়। আর আমাদের সমাজে নারীদের হিজাব তথা বোরকার অনেক প্রচলন থাকলেও প্রকৃত হিজাব পরিধানকারিণীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। বর্তমানে অনেক নারীই বোরকার আধুনিক ফ্যাশন যেমন অধিক কারুকার্য ও টাইট-ফিটিংয়ে তাদেরকে আরো আকর্ষণীয় বেপর্দার শামিল করে দিচ্ছে। অথচ প্রকৃত মার্জিত পর্দার ব্যবস্থা ইসলাম ধর্মসহ আরও বিভিন্ন ধর্মেও রয়েছে যা অনেকেরই অজানা। তাই সমাজের এসব অভাবনীয় দিক লক্ষ্য করে সঠিক সমাধানে এ বইটি লিখতে অগ্রসর হয়েছি এবং মহান আল্লাহর নিকট অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যার অশেষ রহমাতে আমার লেখা এ প্রথম বইটি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি, আলহাম্‌দুলিল্লা-হ। পাঠকমহল বইটি পড়ে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করে 'আমালে বাস্তবায়ন করতে পারলে ভেবে নিব আমার এ সামান্য প্রচেষ্টা স্বার্থক হয়েছে। ধন্যবাদ জানাই আমার বড় ভাই হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূবকে যার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, উৎসাহ এবং প্রেরণায় আমার লেখালেখির সূচনা। আর ধন্যবাদ জানাই সেসব জ্ঞানী-গুনীজনদের যাদের বই-পুস্তক থেকে এ বইতে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা দুন্‌ইয়া ও আখিরাতে এর প্রতিদান দান করুন (আমীন)। বইটিতে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলিক্ষত হলে আমাদের জানালে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব এবং আগামী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশা-আল্ল-হ।

বিনীত

১০/১১/২০১২ ঈঃ

মুহাম্মাদ হাশিম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইভটিজিং

ইভটিজিংয়ের প্রচলিত বাংলা অর্থ নারী-উত্যক্ততা। অভিধানে Eve (ইভ্) শব্দের অর্থ- 'সৃষ্টির প্রথম নারী' বা 'মা হাওয়া'। সেই ক্ষেত্রে ইভ্‌কে সমাজে নারীনামে ভাবার্থে উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর tease (টিজ) শব্দের অর্থ বিরক্ত করা, উত্যক্ত করা বা জ্বালাতন করা। ইভটিজিং বর্তমানে একটি সামাজিক ব্যাধি একে ধর্ষণের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ইভটিজিং সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষায় এক মারাত্মক ব্যাধি। এ ব্যাধি সহজেই উপড়ে ফেলার নয়। ইভটিজারদের দৌরাত্ম্য আজ শহর, বন্দর, নগরের অলিগলিতে এমনকি গ্রাম অঞ্চলেও। এ দৌরাত্ম্যে কিশোরী, যুবতী এমনকি গৃহবধূরা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘর থেকে বের হতে পারছেন না। প্রতি পদে পদে এদের খপ্পরে পড়ার ভয়ে আজ মেয়েরা আতঙ্কিত, নিরাপত্তাহীনতায় ভীত সন্ত্রস্ত। একটি সুস্থ সমাজের জন্য এটা মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। ইভটিজিং আজ সমাজের জন্য গোদের ওপর বিষফোড়া। এ মুহূর্তেই এর প্রতিকারে মনোনিবেশ না করলে দুষ্ট ক্ষতের মতো সমাজের সারা দেহে এ দুরারোগ্য ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই নিম্নে এর কারণগুলো উল্লেখ করে প্রতিকারের ব্যবস্থামূলক উপায়ের আলোচনা করা হল।

ইভটিজিংয়ের কারণ

পরিবার বর্তমানে অনেক পরিবার আছে যেখানে তথাকথিত আধুনিকতার নামে ধর্মীয় অনুশাসনকে তুচ্ছ মনে করা হয়। ছেলের গার্লফ্রেন্ড বা মেয়ের বয়ফ্রেন্ড থাকায় বাবা-মায়ের কোন আপত্তি নেই। সন্তান কোথায় কখন, কিভাবে কাদের সাথে চলছে ফিরছে তার কোন খোঁজ-খবর নেই, পশ্চিমা ধাঁচে তাদের চাল চলন, ফলে অনৈতিক কর্মকাণ্ড বর্তমানে বেড়েই চলছে। মা বাবা ধর্মীয় শিক্ষাকে আধুনিকতার প্রতিবন্ধক মনে করে সন্তানদের গান, নাচ প্রভৃতি শিক্ষা দেয়। যা পরে তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "তুমি যদি পৃথিবীর সব বিদ্যার ব্যুৎপত্তি লাভ করো, কিন্তু নিজের ধর্মবিদ্যা না জানো তবে তুমি মহামূর্খ।"

একজন দার্শনিক বলেছেন If you teach your child three Rs Reading, Writing and Arithmetic and leave the 4th-R-Religion you will get 5th R-Rascality.

অর্থাৎ- "তুমি যদি তোমার সন্তানকে তিনটি 'আর'-এর শিক্ষা দাও যথা রিডিং (পড়া), রাইটিং (লেখা), এরিথমিটিক (পাটিগণিত) এবং চার নাম্বার যদি রিলিজিয়ন (ধর্ম) শিক্ষা না দাও তাহলে তুমি পাঁচ নাম্বারে গিয়ে পাবে বদমায়েশী।"

সত্যি আজ যারা ইভটিজিংসহ শত মা-বোনদের শরীরে হিংস্র থাবা দেয় তারা ধর্মহীন বদমায়েশ। এছাড়াও কিছু বাবা মা তাদের স্কুল পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের মোবাইল কিনে দেয়, যা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার শামিল, সময়মতো নৈতিক শিক্ষা না দেয়ায় বেশিরভাগ সন্তানেরাই এ মোবাইল থেকে অশ্লীল গান, নাচ, এস.এম.এস. সহ সারা রাত কথা বলে কাটায়, আর এভাবেই তাদের নৈতিক লঙ্ঘন শুরু হয়।

নৈতিক শিক্ষা : ধর্মই একমাত্র মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে থাকে মানুষ মানবতা অর্জন করে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে। এ নৈতিক শিক্ষাকে বাদ দিয়ে সুন্দর চরিত্রবান মানুষ হওয়া যায় না। এবং ময়না পাখির মতো ধর্মের বুলি মুখস্থ করেও মানুষ সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। ইংরেজীতে একটি কথা আছে–

"Money is lost nothing is lost, health is lost something is lost, but character is lost everything is lost"

অর্থাৎ- টাকা হারালো তো কিছুই হারালো না, স্বাস্থ্যহানী হলো তো কোন কিছু হারালো, কিন্তু চরিত্র হারালো তো সবকিছুই হারালো।

আজকে নৈতিক শিক্ষার অভাবেই তরুণদের দ্বারা তরুণীরা উত্যক্ত সহ নানা রকমের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ছোটবেলা থেকে পড়ানো হয়, অ-তে অজগর, অজগরটি আসছে তেড়ে, আ-তে আম, আমটি আমি খাব পেড়ে ইত্যাদি। এখানে কোন নীতি নৈতিকতার কথা নেই, নেই খারাপ কাজ করলে পরকালে কি শাস্তি হবে, যার ফলে সমাজে নারীদের ওপর বাঘের মতো হিংস্র থাবা পড়ে অহরহ।

পোশাক : ইভটিজিংয়ের অন্যতম কারণ হচ্ছে- নারীদের পোশাক সংক্ষিপ্ত হওয়া। পোশাক ব্যবহারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেহ ঢেকে রাখা। কিন্তু বর্তমানে

অনেক নারীর কাছে সংক্ষিপ্ত টাইট পোশাকে, ওড়নাবিহীন ঘুরাফেরা করা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, অবশ্যই এসব অশালীন পোশাক পুরুষদের আকর্ষিত করে। দৃষ্টিকটু এসব পোশাকে চলাফেরা করা নারীরা সাধারণ ব্যাপার মনে করে- তাইতো সেদিন পহেলা বৈশাখে টিএসসিতে এক ছাত্রীর বিশেষ অঙ্গ খামছে ধরে এক নরপশু। (নয়াদিগন্ত ১৫-০৪-২০১০)

নারীদের দেহের সৌন্দর্য দেখার ও ব্যবসার জন্যই পোশাক ডিজাইনার ও মিডিয়াগুলো শাড়ির বদলে ফতুয়া বা টি-শার্ট, স্যালোয়ারের বদলে স্কিন প্যান্ট, লম্বা কামিজের বদলে শর্ট কামিজ পরিয়ে বিভিন্ন মডেলকে মিডিয়াতে তুলে ধরছে- আর তা দেখে আমাদের সরলমতি বোনেরাও অন্ধের মতো তা ব্যবহার করছে। তারা নারীর পবিত্র দেহকে করেছে পণ্যের সমতুল্য, বিজ্ঞাপনগুলোতে নারী মডেল ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। এখানে নারীদেরকে এমনভাবে প্রদর্শন করা হয়, যেখানে তাদের শরীর প্রদর্শন করাটাই থাকে মুখ্য বিষয়। এভাবেই দেদার নারী 'তারুণ্য' নিয়ে, নারীকে পণ্য বানিয়ে দেশের ভবিষ্যতকে বানরের হাতে আয়ন যেমন তেমনি এগিয়ে নিতে ব্যস্ত। এতে তরুণ-তরুণীদের মাঝে অপরাধ প্রবণতা কমবে না বাড়বে?

আকাশ সংস্কৃতি : যে জিনিসটি ঘরে ঘরে বেশী কুপ্রভাব ফেলছে, তা হচ্ছে আকাশ সংস্কৃতি তথা ডিশ কালচার। আজ সারা দেশ হিন্দী সিরিয়াল, হিন্দী সিনেমার অশ্লীলতার জোয়ারে ভাসছে, যার প্রভাব পড়ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রে এসব নাটক ও সিনেমার খোলাখুলি দৃশ্যের মাধ্যমে ছেলে মেয়েরা সংক্রমিত হচ্ছে। এসবের অনুকরণ করে কিশোরী যুবতী এমনকি গৃহবধূরাও হিন্দী পোশাকের মোড়কে যেভাবে নিজেদের প্রদর্শন করে চলছে তা সমাজের বিরাট অবক্ষয়। যেমন একটি মেয়ে যখন আঁট-সাঁট, পাতলা বা ছেলেদের পোশাক পরে বের হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই ছেলেরা কুদৃষ্টিতে তাকায়, তারপর এক পর্যায়ে ইভটিজিংয়ের শিকার হয়। সুতরাং প্রথমে নিজকে সংস্কার না করে, সভ্যতার নামে, নারী স্বাধীনতার নামে মিছিল মিটিং, দু' চারটা দিবস পালন করলেই ইভটিজিং, নির্যাতন, ধর্ষণ ও সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে না? বরং জরিপে দেখা গেছে সেগুলো বেড়েই চলছে- এ যেন হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর জুতা আবিষ্কারের ব্যাপার। পা ধুলা থেকে বাঁচানোর জন্য রাজ্যময় ধুলা ঝাড়ু দেয়ার অভিযান চলল, সারা রাজ্য ধুলিময় হলো। আবার এই ধুলা দূর করতে পানি ঢালা শুরু হলো, রাজ্য তখন কাদাময় হয়ে গেল। সে রকমই আজকের নারীরা

প্রকৃতির নিয়মবহির্ভূত উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে নিজেদের সৃষ্ট কাদায় তলিয়ে যাচ্ছে।

আধুনিকতা : আজ সমাজে আধুনিকতার নামে, নারী স্বাধীনতার নামে চলছে অশ্লীল বেশে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, চলছে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নারীর লজ্জা স্থানগুলো প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা। এ কোন সভ্যতার নমুনা! তথাকথিত আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে আমাদের স্কুল কলেজেও। যুগের দোহাই দিয়ে এসব স্কুল কলেজ বর্তমানে কমবাইন্ড, তথা ছেলে মেয়ে একসাথে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে, এই সহশিক্ষার কুফল বর্ণনা করতে গিয়ে এক কবি গেয়েছিলেন :

"ছেলে মেয়ে এক যোগেতে করলে পড়াশুনা,
পড়ার সাথে বাড়ে প্রায়ই কামের উপাসনা।
কাম-কল্লোল নাই যদি পায় সৎ নিয়ন্ত্রণ শুভে,
ভ্রষ্ট হবে জন্ম-ধৃতি পড়বে পাগল-কূপে।
ওরে পাগল বুঝিস নাকি নরক নিশান উড়ছে কোথায়।
একটা প্রধান নমুনা দেখ বিদ্যালয়ের সহশিক্ষায়।"

প্রকৃতির নিয়ম নারী পুরুষের বিপরীত আকর্ষণ, সুতরাং এরকম কমবাইন্ড ব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে যুবসমাজকে অপরাধের দিকে উস্কে দেয়ার এক আগ্নেয়াস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজ্ঞানের বদৌলতে আজকের পৃথিবী যেমন ছোট হয়ে আসছে, তেমনি অতি আধুনিকতার ছোঁয়ায় দিনের পর দিন ছোট হয়ে আসছে আমাদের নারীদের পোষাক-পরিচ্ছেদও। কয়েক বছর আগে থার্টি ফার্স্ট নাইট নামক অপসংস্কৃতি উদযাপন করতে গিয়ে এক বিবাহিত নারী বিবস্ত্র হয়েছিল কিছু উচ্ছৃঙ্খল পুরুষের হাতে টিএসসি চত্বরে। এ ক্ষেত্রে অতি আধুনিক নামধারী আঁট-সাঁট বা টাইট পোশাকই তাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। কাজেই অপরাধ বিস্তারে শুধু পুরুষ নয় বরং নারী উভয়েই দায়ী। তার সাথে দায়ী এসব আধুনিক থার্টি ফার্স্ট নাইট, ভ্যালেন্টাইন ডে, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি দিবস উদযাপনের নামে বিভিন্ন অপসংস্কৃতি। আধুনিকতার নামে আজ যেভাবে উলঙ্গপনা চলছে তার প্রাথমিক ফলাফল হচ্ছে, এই উত্যক্ততা আর এর সুদূরপ্রসারী ফল হচ্ছে ধর্ষণ।

পর্দাহীনতা বর্তমানে ইভটিজিংয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পর্দাহীনতা। সমাজে নারীদের মধ্যে চলছে অবাধে দেহ প্রদর্শন প্রতিযোগিতা।

তাদের বুলি হচ্ছে- "আগুন ঝরা রূপের দেহ রাখবো কেন ঢেকে, এই তো আমি ডিসকো লেডিস দেখবে আমায় কে কে ।"

যার সুযোগ নিচ্ছে একদল পুরুষ সমাজ, ফলে জন্মাচ্ছে ইভটিজিং সহ নানা অপরাধের। ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে গোশত রেখে বাঘের ধৈর্যশক্তি পরীক্ষা করাটা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। খোসা ছাড়ানো পাকা তেতুঁল দেখে কার জিহ্বায় পানি না আসে? সুতরাং এ রকম পর্দাহীন সমাজে ইভটিজিং সহ আরও অপরাধ জন্ম নেয়াটাই স্বাভাবিক।

সুন্দরী প্রতিযোগিতা : আজ সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে নারীদের দেহ-রূপ প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশে বিদেশে তথা আন্তর্জাতিকভাবে আয়োজন করা হয় এ অপসংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের। এসব অনুষ্ঠানের মেয়েদেরকে মডেল কন্যা নামে অভিহিত করা হয়। তাদের সুন্দর-কোমলময় দেহকে পুঁজি করে একদল পুঁজিবাদ কিছু বিনিময়ের প্রলোভনে বিশাল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়ে তাদের পবিত্র দেহকে পণ্যে পরিণত করেছে। তাইতো আজকাল দেখা যায় দোকানের প্রায়ই পণ্যদ্রব্যের মোড়কে এমনকি রাস্তায় ও সেন্টারপ্লেসে বিজ্ঞাপন সম্বলিত এসব মডেল কন্যার ছবি। যা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে দাড় করিয়ে দেয় দেহ প্রদর্শনের এক অভিনব সুন্দরী প্রতিযোগিতায়। সাময়িক খ্যাতি ও মকুট পাওয়ার অতি লোভে মডেল কন্যারা নিজের মর্যাদাপূর্ণ দেহকে শেষ পর্যন্ত সবার সামনে অতি ছোট থেকে ছোট কাপড়েও প্রদর্শন করতে কুন্ঠিত হন না এতটুকুও। আর একদল পুরুষ সমাজ তাদের এসব সুন্দরের মুগ্ধতাকে বুকের ভেতর আর চাপিয়ে রাখতে না পেরে জড়িয়ে পড়ে ইভটিজিং নামক অপরাধে। যার দৌরাত্ম্য গিয়ে শেষ হয় পতিতালয়ের মত জঘন্যতম পশুর মহলে। যার মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়েই ঝড়ে পড়ে সভ্য সমাজ থেকে। এতো অধ:পতনের এক চরম হাতিয়ার। তাইতো কবি যথার্থই বলেছেন,

"অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে;
অতি ছোট থেকো না, ছাগলে মুড়াবে"।

বাস্তবিকই আজ মেয়েরা নীতি-নৈতিকতা, লাজ-শরম ও পোশাক-আশাক ইত্যাদির দিক থেকে অতি ছোট হওয়ার কারণেই রাস্তার ছাগলেরা তাদেরকে মুড়াচ্ছে।

গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান : গায়ে হলুদের নামে অপসংস্কৃতি আজ মানুষের মাঝে বার্ড ফ্লু, সোয়ান ফ্লু ও অ্যানথ্রাক্সের মত মহামারী আকার ধারণ করেছে।

মানুষ এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করছে না। ফলে যুব সমাজের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানে হলুদ ছোঁয়ার নামে পাইকারীভাবে ছেলেরা মেয়েকে, মেয়েরা ছেলেকে স্পর্শ করে পাশ্চাত্যের স্টাইলে। আমার বোনকে বা হবু বউকে সবাই স্বত:স্ফুর্তভাবে ধরছে আর আমার তাতে কোন কিছুই মনে হচ্ছে না। এরা যেন সবাই ফরেন্ট কান্ট্রির মতো Free Mixing ফ্যামিলির সন্তান।

আর এ সকল মুক্ত-সংস্কৃতির পরিবেশে ছেলে-মেয়েরা যে ধরণের পোশাক পরিধান করে নিজেকে উপস্থাপন করে, স্বাভাবিকভাবেই তাতে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। কথায় আছে 'যত না খায় বনের বাঘে, তত খায় মনের বাঘে'। ফলে জন্ম নেয় ইভটিজিংয়ের মতো নানা অপরাধের। আর নুন ছাড়া যেমন তরকারী হয় না, তেমনি আজ মদ বিয়ার ছাড়া আর গায়ে হলুদ হয় না। রাতভর চলে অশ্লীল নাচ-গানের আসর। বাপ ছেলে, মা মেয়ে একসাথে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ডে। এই কি জাতির নিয়তি? সুতরাং যেখানে শৃঙ্খলার বিপরীত উচ্ছৃঙ্খলতা, আদবের বিপরীতে সেখান থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় কি?

ইন্টারনেট-মোবাইল বর্তমানে সর্বত্রই ইন্টারনেট বিস্তার হচ্ছে। আজকাল ছেলে মেয়েরা ফেসবুকের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সরাসরি পরিচিত হতে পারে, তারা ভয়েস চ্যাট ভিডিও চ্যাটে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে ছেলে মেয়েরা আরও উচ্ছৃঙ্খল হচ্ছে, যা নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও যেসব নগ্নতা আজকাল ইন্টারনেটে পাওয়া যায় এতে কেবল অসংযত যৌনচারই হচ্ছে না এর ফলে প্রধানত মেয়েরা ইভটিজিং সহ যৌন আক্রমণের শিকার হচ্ছে।

বর্তমানে ভিউকার্ড টিভি আর সিনেমা পর্দা ছাড়াও পর্নোগ্রাফি চলে এসেছে মানুষের হাতে হাতে মোবাইলের পর্দায়। এই মুঠোফোনের পর্দায় দেখা যায় কয়েক সেকেন্ড থেকে শুরু করে এক দেড় ঘন্টা দৈর্ঘ্যের ভিডিও চিত্রও। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী দোকানে কম্পিউটার ভর্তি এই নীল ছবির ক্লিপিংস কয়েক সেকেন্ডই ডাউনলোড করে দিচ্ছে চাহিদা মাফিক। হাত বাড়ালেই মুহূর্তে মিলে যাচ্ছে অশ্লীল ছবির ভিডিও ক্লিপস্ ও ওয়ালপেপার। এতো অন্ধের হাতে মশাল দেয়ার মতো, সে মানুষকে আলো না দেখিয়ে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবে। সর্ব শ্রেণীসহ স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরাই এগুলো বেশি কেনে। তারা এগুলো গন্ধরাজ মনে করে আসলে ধুতরাকেই লুফে নিচ্ছে। শুধু এখানেই শেষ নয়, এক মোবাইল থেকে অন্য মোবাইলেও মুহূর্তের মধ্যে চলে যাচ্ছে পর্ণগ্রাফি ব্লুটুথের

মাধ্যমে। যার প্রভাব পড়ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রে। এমনকি যারা ব্যবহার করে তাদের মা বোনের উপরও পড়ে বাঘের হিংস্র থাবা। তাই আমাদের যুব সমাজ ও কিশোর কিশোরীরা এখন হুমকির মুখে।

ইভটিজিংয়ের প্রতিকার

আজ যেভাবে ইভটিজিং বেড়ে চলছে তাতে বিনষ্ট হচ্ছে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যোবোধ। তরুণীদের ইভটিজিংয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পুলিশ পাহারা বসাতে হচ্ছে রাস্তা ঘাট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফটকে। লেবুগাছ লাগিয়ে যেমন আঙ্গুর ফল আশা করা যায় না, ঠিক তেমনি পুলিশ, বর্ডার গার্ড, সেনাবাহিনী ও র‍্যাব দিয়ে ইভটিজিং বন্ধ করা যাবে না। কথায় আছে যদি ভয় থাকে রবের আর প্রয়োজন হয় না র‍্যাবের। বন্ধ হবে একমাত্র নৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই। কিন্তু কেমন করে? এর মাপকাঠি কি? এর প্রতিকারের কারণগুলো মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে নাযিল করেছেন এবং প্রশিক্ষক হিসেবে নাবী ﷺ-কে পাঠিয়াছেন। চরিত্র গঠনের উপায় স্বরূপ। এর প্রতিকারের কারণগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল:

নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন–

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

"আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণতা সদাচরণ এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা অপকর্ম এবং বিদ্রোহী হতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।"

(সূরা আন্ নাহল ১৬ : ৯০)

তিনি আরও বলেন :

﴿هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ﴾

"তিনিই (আল্লাহ) নিরক্ষরদের মাঝে পাঠিয়েছেন তাঁর রাসূলকে তাদেরই মধ্য হতে যে তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে তাদেরকে পবিত্র করে (চরিত্র শুদ্ধ করেন) আর তাদেরকে কিতাব ও বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান) শিক্ষা দেয় অথচ ইতোপূর্বে তারা ছিল সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত।" (সূরা আল জুমু'আহ্ ৬২ : ২)

অতএব মহাগ্রন্থ আল কুরআনের শিক্ষাই হলো নৈতিক চরিত্র সংগঠনের মাপকাঠি। একজন মানুষকে ভালো মানুষ হতে হলে, একজন মানুষকে কল্যাণকামী মানুষ হতে হলে চরিত্রের পবিত্রতা দরকার। আর সুন্দর চরিত্রের একটি প্রধান গুণ হচ্ছে লজ্জা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন "লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণ ও মঙ্গলই বয়ে আনে।" (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৩১)

কেননা, যখন কোন মানুষের মধ্য থেকে লজ্জা চলে যায় তখনই তার মাঝে অবধার্য হয়ে যায় অশ্লীলতা, বেহায়াপনার ফলে সে বঞ্চিত হয় কল্যাণ থেকে।

বাবা-মার করণীয় সন্তানকে এ নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা। সন্তান যাতে বখাটে না হয় সেজন্য শৈশব থেকেই ধাপে ধাপে তাকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দিয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন "যার কোন সন্তান জন্মলাভ করে সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব কায়দা শিক্ষা দেয়........।"

(বায়হাক্বী, মিশকাত- ৩১৩৮)।

তাছাড়া যেসব বাবা মা সামর্থ্য রাখেন, তারা ছেলে মেয়েদের ইভটিজিংয়ের জন্য ছেড়ে না দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন।

পর্দার বিধান মেনে চলা : ইসলাম নারীদের কখনোই অবরোধবাসিনী হতে বলে না বরং নারী যাতে পণ্যসামগ্রী না হয়, বিনোদন ও ভোগের বস্তু না হয় সে জন্য ইসলাম যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইভটিজিং থেকে বাঁচার জন্য পর্দার নির্দেশ দিয়ে বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

"হে নাবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে ও কন্যাদেরকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত (ইভটিজিং) করা হবে না।" (সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৫৯)

তিনি আরো বলেন :

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

"...(নারীরা) যেন প্রদর্শন না করে তাদের রূপ সৌন্দর্য ও অলংকারের। তবে এ সবের মধ্যে যা অনিবার্যভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়... ।" (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩১)

ইসলামে নারীর জন্য যে সীমারেখা দিয়েছে তা ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলের জন্যই। নারীর মর্যাদা তার পর্দায়- পর্দা নারীর শৃঙ্খল নয়, বরং পর্দা নারীর রক্ষাকবচ। এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, আজকে বেপর্দা মহিলারাই ইভটিজিং সহ নানা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অতএব, এই প্রেক্ষিতে পর্দার বিধান মেনে চলা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ জন্য সরকারিভাবেও উদ্যোগ নেয়া একান্ত জরুরী।

মোবাইল ইন্টারনেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে মোবাইল ফোন ছাড়া মানুষের চলে না চলবে না। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট। এসব প্রযুক্তি মানুষকে দূরকে করে দিয়েছে কাছে, বাঁচিয়ে দিচ্ছে আমাদের সময়। তাই অবশ্যই এর নেতিবাচক ও ক্ষতিকর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। হতে হবে সবাইকে সচেতন। এখনই সময় পর্নো ছবির বিরূদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার। মোবাইল সেটে ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বিশেষ মনিটরিং নেটওয়ার্কের আওতায় আনা উচিত। মোবাইল ও ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফি একটি বড় ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদ কেবল অর্থ চায় ব্যবসা চায়, কোন নৈতিকতা পুঁজিবাদে নেই। যা হোক এটা বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগ দরকার। অন্ধের হাতি দেখার মত না করে আমাদের সরকারও এ উদ্যোগ নিতে পারে।

যেসব অপসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে

১। প্রচারিত সিনেমা, নাটক : টিভির হিন্দি সিরিয়াল, সিনেমা ও বিজ্ঞাপনসহ অনেক বিদেশী চ্যানেল সুস্থ বিনোদন প্রদানে অক্ষম, যা চরম বেপর্দা, অশ্লীলতা প্রেমালাপে ভরপুর। এসব দেখে ছেলেমেয়েরা বিপথগামী হচ্ছে। তাই সরকারিভাবে এসব চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

২। নাচ গান : সারা দেশে অশ্লীল নাচ, গান ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে, এগুলো উদ্ভট কথাবার্তা ও অঙ্গভঙ্গিতে ভরপুর। যা যুব সমাজকে উগ্রতায় ও বেহায়াপনায় উস্কে দিচ্ছে। এগুলো বিস্তার রোধ করতে হবে।

৩। গল্প উপন্যাস ও ম্যাগাজিন : কিছু সংখ্যক বাদে সকল গল্প ও উপন্যাসের বই এবং ম্যাগাজিনগুলো সস্তা জনপ্রিয়তা লাভে ব্যাকুল, যা মানুষের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করছে এবং দুনিয়াকে ভোগের স্থান বলে শিক্ষা দিচ্ছে। এগুলো সব বন্ধ করতে হবে।

৪। পোষাক পরিচ্ছেদ ও চাল-চলন : আধুনিকতার ছোঁয়া আজ ঘরে ঘরে, জনে জনে। আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্য স্টাইলে নারী পুরুষ একসাথে গা-ঘেষে চলাফেরা, নারীদের টাইট ও সংক্ষিপ্ত পোষাক পুরুষদেরকে উস্কে দিচ্ছে ইভটিজিং, ধর্ষণ ও নানা পাপের কাজে। তাই পর্দার ব্যবস্থা করা ও নারীদের পর্দাশীল পোষাক ব্যবহার করা একান্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অবাঞ্ছিত গোলক ধাঁধায় পড়ে নারীরা বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন আধুনিক নাচ, গান ও সুন্দরী প্রতিযোগিতার মোড়কে নিজেদের লাজ-হায়া বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছে নির্দ্বিধায়। যার পরিণামে সংঘটিত বিভিন্ন ভয়ংকর অপরাধের মধ্যে একটি নমুনা ইভটিজিংয়ের। তাই এসব প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে।

৫। অনুষ্ঠান ও দিবস পালন : আজকাল বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে নারী পুরুষের আপ্যায়ন ও আতিথেয়তার জন্য একসাথে ব্যবস্থা করা হয়; ফলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং তা মানুষের নৈতিক চরিত্রে প্রভাব ফেলে, এছাড়াও থার্টি ফার্স্ট নাইট, ভ্যালেন্টাইন ডে, রোজ ডে, ফ্রেন্ডশীফ ডে, নববর্ষ ইত্যাদি বিভিন্ন দিবস পালনের নামে বেহায়াপনা ও বিজাতীয় রীতিনীতিতে উৎসব পালন সমাজে মানুষের চরিত্র ও মানবিক মূল্যবোধ বিনষ্টের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থা না নিলে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করা মোটেই সম্ভব হবে না।

নারীর মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা : আজকে নারীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপনের জন্য বিদেশ থেকে জাহাজ ভরে প্রসাধনী আসছে অথচ নারীরা যথাযথভাবে তাদের মৌলিক অধিকার পাচ্ছে না। নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতা-অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের কাছে আমার প্রশ্ন? আসলে নারীরা কি প্রকৃত অধিকার পাচ্ছে, না অধিকারের নামে তাদের বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত করা হচ্ছে। হতাশ হই যখন দেখি নারীরা এত স্বাধীন হওয়ার পরেও শিকার হয় ইভটিজিংসহ বিভিন্ন দৈহিক, মানসিক নির্যাতনে। অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে

যৌতুক প্রথা কমছে না আত্মহত্যা, নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ এরা আসলে সভ্যতার নামে অন্ধকারের নীচে হাবুডুবু খাচ্ছে, ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে-

"The search of a blind man in a dark room for a black cat which in not there"

অর্থাৎ- কালো বিড়ালহীন অন্ধলোকের অন্ধকার ঘরে কালো বিড়ালের খোঁজ। অতএব, অবশ্যই তাদের মৌলিক অধিকার আগে নিশ্চিত করতে হবে।

মূলোৎপাটন : আজ যেভাবে ইভটিজিং সহ নারীর উপর সন্ত্রাস বেড়ে চলছে আমার মনে হয় এ মুহূর্তে পরকালের জবাবদিহিতার ভয় ও উপরে উল্লেখিত ইভটিজিংয়ের কারণগুলোর সঠিক সমাধান না করে এর মূলোৎপাটন করা কখনো সম্ভব না। অপরাধের উৎসমূলে দৃষ্টি রেখে ইভটিজিং নামক সামাজিক ব্যাধিটি নির্মূল করতে হবে। প্রবাদে আছে- 'আসলের খোঁজ নেই লাভের খবর'। তা না হলে সভ্যতা যে অন্ধকারের অতল তলে হারিয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই ব্যাঙ মারতে সোনার কার্ড ব্যবহার না করে সমস্যার উৎসমূলের শিকড় মূলোৎপটন করা দরকার।

উপসংহার : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম ধর্ম যুগে যুগে শান্তির কথা বলে আসছে ভবিষ্যতেও বলবে। ইসলাম নারীদের বঞ্চিত করার কথা বলেনি বরং বঞ্চিত নারীদের প্রতি সহমর্মিতার কথা বলেছে, দিয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় অধিকারের স্বীকৃতি।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾

"তোমাদের কি হলো, যে তোমরা ঐসব অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করছ না তাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে এবং যারা ফরিয়াদ করছে হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালিমদের এ বস্তি থেকে উদ্ধার করো, আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারীর ব্যবস্থা করো।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৭৫)

হাদীসে এসেছে রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন "তোমরা নারীদের সাথে ভালো ও উত্তম আচরণ কর।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত : ৩২৩৮)

ইসলাম নারীদের কখনোই অবরোধবাসিনী হতে বলে না, আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾

"পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩২)

সুতরাং নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি, নারীর অধিকার একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাদ দিয়ে নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা এবং সমাজকে অপরাধমুক্ত করা কখনোই সম্ভব নয়, যা উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে, অসম্প্রদায়িকতার নামে দেশকে এক উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

Wheather the pitcher strickes the stone or the stone pitcher, its bad for the pitcher. অর্থাৎ কলসকে পাথর দিয়ে আঘাত করা হোক বা পাথরকে কলস দিয়ে আঘাত করা থেকে উভয়ই কলসের জন্য ক্ষতিকর।

তাই আসুন! আল্লাহর দেয়া বিধানের নিয়মে নিজের জীবন গড়ি ও দেশকে রক্ষা করি তথা পুরোজাতিকে বাঁচাই। তবেই স্বার্থক হবে আমাদের জীবন ও পরকালে পাবো মুক্তি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সেই তাওফিক্ব দান করুন।
-আমীন
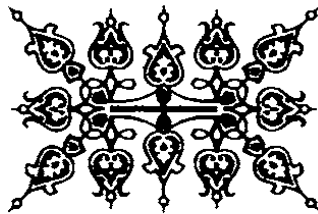
নারীদের হিজাব ফ্যাশন

পর্দার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে হিজাব। এর শাব্দিক অর্থ প্রতিহত করা, বাধা দান করা, গোপন করা, আড়াল করা, ঢেকে রাখা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের গাইরী মাহরাম (বিবাহ বৈধ) পুরুষ থেকে পা হতে মাথা পর্যন্ত ঢেকে রাখাকে হিজাব বা পর্দা বলে। এক কথায় মহিলাদের কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পোশাককে হিজাব বলে। নারীদের এ ব্যবস্থা মেনে চলা ইসলামের দৃষ্টিতে ফার্‌য। ইসলাম নারীদেরকে সম্মানের স্থান দিয়েছে। নারীরা হচ্ছে ঢেকে রাখার বস্তু। কাজেই তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। বরং তাদের উচিত নিজেদের আবৃত করে রাখা। আর তাদের এ সম্মান রক্ষার্থেই আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য হিজাবের ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"আর মু'মিন মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হিফাযাত করে। আর তারা যেন স্বীয় সাজ-সৌন্দর্য না দেখায়, তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায়। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই-এর ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ করার

জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা আন্ নূর ২৪ : ৩১)

মহান আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ বাদে সকল পুরুষের সাথে হিজাব করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

মহানাবী ﷺ বলেন মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শাইত্বন তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে পরিশোভিতা করে তোলে। (তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ হাঃ ৩১০৯)

অতএব উপরোক্ত কুরআন ও হাদীস অনুসারে বিবাহ বৈধ পুরুষের সামনে সর্বাবস্থায় নারীদের জন্য হিজাব তথা পর্দা পালন করা অবশ্যই কর্তব্য।

হিজাব একটি বিশেষ পরিভাষা ইসলামী শারী'আতের পর্দার বিধানের ক্ষেত্রে হিজাব একটি বিশেষ পরিভাষা। হিজাব শব্দ দ্বারা পর্দার সামগ্রিক বিধান বুঝানো হলেও মহিলাদের পর্দা সংরক্ষণের নিমিত্তে ব্যবহৃত বিশেষ পোষাককেও হিজাব বলা হয়। অবশ্য তা পর্দার প্রতিভূ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হিজাব যখন আর্থিক মর্মার্থের দিক থেকে ব্যবহৃত হয় তখন তা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর যখন হিজাব নামক বিশেষ পোষাক বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তা শুধুমাত্র মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে জিলবাব, খুমুর, নেকাব, বড় চাদর ইত্যাদিও হিজাব নামক পোষাকের সহযোগী পোষাক কিংবা হিজাবের অন্তর্ভুক্ত পোষাক হিসেবে পরিগণিত হবে।

জিলবাবের পরিচয় جلباب (জিলবাব) শব্দটি আরবি একবচন শব্দ। বহুবচনে جلابيب (জালাবীব)। এর অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। ইসলামী শারী'আতে জিলবাব বলা হয় ঐ চাদরকে যা দিয়ে মাথাসহ পূর্ণ শরীর ঢাকা যায়। মহান আল্লাহ জিলবাবের কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে বলেন :

﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ﴾

অর্থাৎ- ".....তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।" (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৫৯)

এ জিলবাব বা চাদরের আকার আকৃতি সম্পর্কে ইবনু মাস'উদ (রাযি.) বলেন : 'এই চাদর ওড়নার উপর পরিধান করা হয়'– (ইবনু কাসীর)। ইবনু সীরীন (রহ.) বলেন 'আমি উবায়দা সালমানী (রহ.)-কে এ আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাব এর আকার-আকৃতিক সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি মস্তকের উপর দিক

থেকে চাদর টেনে মুখমন্ডলের উপর ঝুলিয়ে দিলেন এবং মুখমন্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বামচক্ষু খোলা রেখে ادناء ও جلباب -এর ব্যাখ্যা বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন ।" (মা'আরিফুল কুরআন পৃঃ ১০৯৬)

এতে এ কথা প্রতীয়মান হয়, নারীগণ প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হলে লম্বা চাদরে সারা শরীরে আবৃত করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপর দিক মুখমণ্ডলও আবৃত করে ফেলবে। বোরকাও এর স্থলাভিষিক্ত।

ইবনু যুবায়র বলেছেন, "জিলবাব হচ্ছে আল মুকনাআ তথা বোরকা।"

মাহাসিন আত তাবিল ১৩ তম খণ্ডের ৪৪০৮ নং পৃষ্ঠায় জিলবাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

"জিলবাব হচ্ছে এমন পোষাক যা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ঢেকে দেয়"।

"রুহুল মা'আনী" তাফসীরে ২২ নং খণ্ডের ৮৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "মেয়েরা পরিধেয় কাপড়ের উপরে যা পরে তাই জিলবাব।

এ অর্থে জিলবাব মূলতঃ বোরকারই নামান্তর।

খুমুরের পরিচয় : خمر (খুমুর) শব্দটি خمار (খিমার) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ ওড়না, দোপাট্টা, চাদর ইত্যাদি। ইসলামী শারী'আতে খুমুর বলা হয় ঐ কাপড়কে যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তদ্দারা গলা ও বৃক্ষ আবৃত হয়। যা আমাদের সমাজে ওড়না হিসেবে পরিচিত। মহান আল্লাহ হিজাব ব্যবস্থায় খুমুর ব্যবহারের তাগিদ দিয়ে বলেন :

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾

অর্থাৎ, ".....তাদের ঘাড় ও বুক যেন খুমুর দিয়ে ঢেকে দেয়।"

(সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩১)

সুতরাং গলা আবৃত করার নির্দেশের দ্বারা চেহারা আবৃত করার নির্দেশ প্রমাণিত হয়। কেননা, যখন গলা ও বক্ষ পর্দার আওতাধীন, তাহলে মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিক যুক্তিযোগ্য। কারণ, নারীর মুখমণ্ডল তার যাবতীয় রূপ ও সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের মূল উৎস ও আকর্ষণ। এ কারণেই একজন নারীর সমগ্র দেহ অপেক্ষায় তার মুখমণ্ডল দেখলে নৈতিক বিপর্যয় ঘটার আশংকা থাকে। তাছাড়া লোক সমাজে নারীর সৌন্দর্য তার চেহারার সৌন্দর্যের উপরেই নির্ভর করে, অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মানুষ তেমন খেয়াল করে না।

হিজাবের উদ্দেশ্য : সমাজে নারী-পুরুষের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ, যৌন বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা ও পূতঃপবিত্র জীবন

যাপনে হিজাব তথা পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম। হিজাব এমন একটি ব্যবস্থা যা ঘর থেকে শুরু করে সমাজের সব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণহীন কথাবার্তা, দৃষ্টি বিনিময়, ইভটিজিং, সৌন্দর্য প্রদর্শন ও সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ করে। হিজাব হলো ভদ্রতা, সভ্যতা ও আধুনিকতা রক্ষার অন্যতম আচ্ছাদন। যা সর্বাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি ও পরিবারের গোপনীয়তা সংরক্ষণ ও সম্মান প্রদর্শন করে। হিজাব সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে এমন একটা শালীনতার সীমা তৈরি করে যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে অশালীন ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করে। হিজাব বা পর্দা হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যারা পর্দায় বিশ্বাস করে এবং মনে প্রাণে মেনে নেয়, তারাই প্রকৃত শারী'আহ অনুয়ায়ী হিজাব পরিধান করে পর্দা করে। আলাহর সন্তুটি অর্জন করাই পর্দার মূল লক্ষ্য। হিজাব ব্যবস্থায় নারীর সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য আঁড়াল হয় ঠিকই কিন্তু মেধা ও যোগ্যতা আড়াল হয় না।

বর্তমান হিজাব ফ্যাশন : মুসলিম নারীরা হিজাব পরিধান করে সত্য, ন্যায়, পরিমার্জিত, শালীন, সুন্দর ও কল্যাণময় অবস্থান ধরে রাখার মাধ্যমে আলাহর হুকুম পালন করে আসছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশে নামাযীর সংখ্যা বাড়ালেও যেমন বাড়েনি আল্লাহকে ভয় করে নামায পড়ার মতো মানুষের সংখ্যা, তেমনি হিজাব পরিধানকারীর সংখ্যা বাড়লেও আল্লাহকে ভয় করে প্রকৃত হিজাব পরিধানকারীর সংখ্যা খুবই কম। এই পর্দা পালনের নামে চলছে যেমন খুশি তেমন সাজো অবস্থা। সমাজে বোরকার অপব্যবহার এতটাই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, টাইট-ফিটিংয়ের কারণে অর্থাৎ শরীরের সাথে এমনভাবে লেপটে থাকে যারা বোরকা পরে না তাদের হার মানায়। এ হিজাব লেটেস্ট ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। চলছে বোরকাতে অধিক কারুকার্য লাগানো ও টাইট ফিটিংয়ের প্রতিযোগিতা।

অথচ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

﴿يَا بَنِيٓ آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا﴾

"হে বানী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থানগুলো ঢাকার এবং সৌন্দর্য বিধানের উদ্দেশে আমি তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ২৬)

বিশ্ববিখ্যাত আলিম শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) তাঁর বিখ্যাত 'হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাতি ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ' গ্রন্থে জিলবাবের (চাদরের) বর্ণনা দিয়েছেন এরূপ যে,

(১) জিলবাব এতটা সৌন্দর্যমণ্ডিত যেন না হয় যে, চাদর নিজেই যীনাত (সাজসজ্জা) হয়ে বসে,

(২) তা ঢিলেঢালা হওয়া উচিত। এমন আটসাট যেন না হয় যাতে শরীরের গঠন প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়।"

ইমাম জাসসাস (রহ) বলেন "সুশোভিত রঙিন কারুকার্যমণ্ডিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নিষিদ্ধ।"

এসব লেটেস্ট ধরনের পর্দাকে 'ফ্রান্স বোরকা বলা হয়। কারো কারো এর ভিতর দিয়ে চুলের গোছা দেখা যায়, গলদেশ অনাবৃত থাকে কিংবা পায়ের অর্ধেকটা শুধু ঢাকা থাকে। আবার অত্যাধিক ফিটিংও থাকে যা পরিধান করলে নারীর দেহের গঠন ও আকৃতি ফুটে উঠে। আবার অনেকে এমন হিজাব পরে যার নিচের অংশ খুবই ঢিলেঢালা কিন্তু হাত ও বক্ষদেশের উপর এমনই ফিটিং থাকে যা দ্বিতীয় চামড়ার ন্যায় লেগে থাকে। এ ধরনের সকল পোশাকই বেপর্দার শামিল।

হাদীসে প্রকৃত হিজাবের পরিচয় : উসামাহ্ বিন যায়দ (রাযি.) বলেন, দেহিয়া কালবী রাসূল ﷺ-কে যে সকল কাপড় উপহার দিয়েছিলেন সেগুলোর মধ্য থেকে একটা মোটা মিসরীয় কা'বাতি কাপড় তিনি আমাকে উপহার দেন পরিধান করার জন্য। রাসূল ﷺ আমাকে বলেন, কী ব্যাপার তুমি কা'বাতি কাপড়টি পরিধান করনি কেন? আমি বললাম, হে আলাহর রাসূল! আমি কাপড়টি আমার স্ত্রীকে প্রদান করেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে নির্দেশ দিবে, সে যেন কাপড়টির নিচে একটি (সেমিজ জাতীয়) আলাদা কাপড় পরিধান করে, কারণ আমি ভয় পাই যে, এ কাপড়টি তার হাড়ের আকৃতি বর্ণনা করবে।

(আহমাদ, আল-মুসনাদ ৫/২০৬, হাসান)

তাবি'ঈ হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ বলেন, তাঁর চাচা মুনযির ইব্নু যুবায়র ইব্ন আওয়াম ইরাক থেকে ফিরে এসে তাঁর আম্মা আসমা বিনতু আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযি.)-কে পারস্যের মারভ ও কোহেস্তান অঞ্চলের মূল্যবান কাপড় উপহার প্রদান করেন। তখন আসমা (রাযি.)-এর চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি হাত দিয়ে কাপড়গুলো স্পর্শ করে বলেন, উফ! তার কাপড়গুলো তাকে ফিরিয়ে দাও। এতে মুনযির খুবই কষ্ট পান। তিনি বলেন, আম্মাজান! এ কাপড়গুলো স্বচ্ছ বা পাতলা নয় যে, নিজের চামড়ার রঙ প্রকাশ করবে। তিনি বলেন, কাপড়গুলো (দেহের রঙ) প্রকাশ না করলেও তা (অতি মোলায়েম হওয়ার কারণে দেহের আকৃতি) বর্ণনা করবে।

(ইবনু সা'দ আত-তাবাকাতুল কুবরা ৮/২৫২; আলবানী, জিলবাব পৃষ্ঠা ১২৭, হাঃ সহীহ)

পর্দার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো শরীরের আবেদনময়ী অঙ্গ ও সৌন্দর্য ঢেকে রাখা। পর্দার পোশাক এমন পাতলা হবে না যাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফুটে উঠে। প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ 'আলকামার আম্মা বলেন, [আয়িশাহ্ (রাযি.)-এর ভাতিজী] হাফসাহ্ বিনতু 'আব্দুর রহমান 'আয়িশাহ্ (রাযি.) এর গৃহে প্রবেশ করে। হাফসার মাথায় একটি পাতলা ওড়না ছিল, যার নিচে থেকে তার গ্রীবাদেশ দেখা যাচ্ছিল। আয়িশাহ (রাযি.) ওড়নাটি ছিড়ে ফেলেন এবং তাকে একটি মোটা কাপড়ের ওড়না পরিধান করতে দেন।

(মালিক আল- মুওয়াত্তা ২/৯১৩, আলবানী, জিলবাব পৃষ্ঠা ১২৬)

উপরোল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে এটাই বুঝা যায় যে, পর্দার পোষাক আঁটসাঁট ও স্বচ্ছ হবে না। অতএব, যে পর্দা পরিধান করলে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুঁটে উঠে সে হিজাব পরিধান কার আর না করা একই সমান। অথচ আফসোসের বিষয়, আমাদের সমাজের অনেক নারী হিজাবের নামে যা পরে তা হিজাবের প্রকৃত হক তো তারা আদায় করেই না, বরং তারা গুনাহে শামিল হচ্ছে।

বিভিন্ন ধর্মে পর্দার (হিজাব) বিধান

খ্রিষ্টান ধর্মে পর্দা : বাইবেলের নতুন নিয়ম পাঠ করলে পর্দা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন :

১. "কিন্তু যে কোন স্ত্রী অনাবৃত মস্তকে প্রার্থনা করে, কিংবা ভাববাণী বলে, সে আপন মস্তকের অপমান করে, কারণ সে নির্বিশেষে মুণ্ডিতার সমান হইয়া পড়ে। ভাল স্ত্রী যদি মস্তক আবৃত না রাখে, সে চুলও কাটিয়া ফেলুক, কিন্তু চুল কাটিয়া ফেলা কি মুন্ডন করা যদি স্ত্রীর লজ্জার বিষয় হয়, তবে মস্তক আবৃত রাখুক।" (১ করিন্থীয় ১১:৫,৬ পদ)

২. তোমার সৌন্দর্য তোমার পরিপাটি চুল, দামী গহনা, উন্নত সাজ-সজ্জা কিংবা পোশাক-আশাক থেকে প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। তারচেয়ে বরং এটা হওয়া উচিত তোমার অন্তরস্থিত বিষয়, যা তোমার শান্ত আত্মা ও অমনিল সৌন্দর্যকে বুঝায়। আর এটাই খোদার দৃষ্টিতে বেশি মূল্যবান। এজন্যই অতীতের পূণ্যবতী নারীদের থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁরা নিজেদেরকে আরো বেশি সুন্দর করার জন্য খোদার কাছে সঁপে দিতেন।

(১ পিটার - অধ্যায় ৩ - অনুচ্ছেদ ২-৫)

৩. স্ত্রীলোকগণ এমন কোন পোশাক পরিধান করিবে না যা পুরুষরা পরে। আর পুরুষরা এমন কোন পোশাক পরিদান করিবে না যা স্ত্রীলোকেরা পরিয়া থাকে। যাহারা এমনটি করিবে তাহারা প্রভুর ঘৃণ্য পাত্র হইবে।

(বুক অব ডিওটারনমি, অধ্যায় ২২- অনুচ্ছেদ ৫)

'বাইবেলের পুরাতন অংশ' পাঠে জানা যায় যে, ঐ সময়ও পর্দার প্রচলন ছিল। এখানে একটি উদ্ধৃতি দেয়া গেল-"আর বিবিকা চক্ষু তুলিয়া যখন ইসহাককে দেখিলেন, তখন উষ্ট্র হইতে নামিয়া সেই দাসকে জিজ্ঞেস করিলেন, আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আসিতেছেন, ঐ পুরুষ কে? দাস কহিলেন, উনি আমার কর্তা। তখন বিবিকা আবরকে (উর্দূ বাইবেল আবরক এর স্থলে বোরখা লেখা আছে) লইয়া আপনাকে আচ্ছাদন করিলেন।

(আদি পুস্তক ২৪ : ৬৪, ৬৫ পদ)

মধ্যযুগে এবং এর কিছুদিন পর পর্যন্তও ইউরোপে মহিলাগণ যে পর্দানশীল ছিল বর্তমানে মিশনারী সিস্টারদের শালীন পোশাক তার উজ্জ্বল প্রমাণ। বর্তমান কালের খ্রিষ্টান মিশনারী মহিলাদের সাদা গাউন ঠিক বোরকার মতো।

হিন্দু ধর্মে পর্দা : ইতিহাস বলে- হিন্দু সভ্যতার সময় হিন্দু মহিলাগণও পর্দা করেছে। বর্তমান হিন্দু মহিলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘোমটা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-

ঋগ্বেদে আছে, "হে নারী! তুই নীচে দৃষ্টি রাখ, উর্ধ্বে দৃষ্টি করিস না। আপন পদযুগল একত্রে মিলিয়া রাখ্। তোর নাক যেন কেউ দেখতে না পায়, যদি এমনি লজ্জাবতী হতে পারিস, তাহলে নারী হয়েও তুই সম্মানের পাত্রী হতে পারবি"।

"মহিলারা পুরুষদের মতো পোশাক করবে না এবং পুরুষরাও তাদের স্ত্রীদের পোশাক পরিধান করবে না।" (ঋগ্বেদ গ্রন্থ নং ১০ - অনুচ্ছেদ ৮৫ - পরিচ্ছেদ - ৩০)

হিন্দু ধর্মে নারীদের জীবন বিধান ও পর্দা যে কত কঠোর তার প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দুদের পবিত্র সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ মনুসংহিতায়-

১. "কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা কোন স্ত্রীলোকেরই নিজ গৃহেও স্বাধীনভাবে কোন কার্য করা উচিত নয়।" (স্ত্রী ধর্ম : ১৪৭)

২. "স্ত্রীলোক শৈশবে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে এবং স্বামীর দেহান্ত হইলে পুত্রদিগের বশে থাকিবে।" (স্ত্রী ধর্ম : ১৪৭)

৩. "স্ত্রীলোকগণ পিতা, স্বামী, পুত্রগণ হইতে বিভিন্ন থাকিতে ইচ্ছা করিবে না। যেহেতু স্ত্রী লোকেরা ইহাদের নিকট হইতে পৃথক থাকিলে অকার্যানুষ্ঠান দ্বারা পিতৃকুলও শ্বশুরকুল কলঙ্কিত করিতে পারে।" (স্ত্রী ধর্ম : ১৪৯)

৪. "স্ত্রী পতির গেতান্ত হইলে পবিত্র পুষ্প, ফল মূলাদি দ্বারা, স্বল্প আহার দ্বারা, ইচ্ছাক্রমে নিজ দেহ ক্ষীণ করিবে, পর-পুরুষের নাম পর্যন্ত মনে গ্রহণ করিবে না।" (স্ত্রী ধর্ম : ১৫৭)

৫. "পতি নিদ্রিত হইলে, মনে মনে পতিওকে চিন্তা করিতে করিতে তাহার পার্শ্বে নিদ্রা যাইবে। সেই সময় বিবস্ত্রা হইবে না, সতর্ক হইয়া শয়ন করিবে, অন্য কামনা-শূন্য (Sex) জিতেন্দ্রিয়া হইয়া থাকিবে।" (স্ত্রী ধর্ম : ১৫৭)

(স্ত্রীগণ পর-পরুষের সাথে তো দূরের কথা, নিজ স্বামীর সামনেও বিবস্ত্রা হইতে পারিবে না।)

'হিন্দু মনীষীদের উপদেশাবলী' গ্রন্থের কয়েকটি উপদেশ নিম্নে সন্নিবেশিত হলো :

১. ওহে কুমারী সকল, তোমরা নিজেদেরকে বহু পুরুষের ভোগের বস্তুতে পরিণত করিও না।

২. তোমরা তোমাদের ঐ শরীরকে বহু পুরুষের চক্ষু-ইন্দ্রিয় হইতে সর্বদা আগলিয়া রখিবে।

৩. এমন স্থানে সমাপ্তি করিও যেখানে কোন পুরুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইবে না।

পর্দা বিদ্বেষী লেখক মাহমুদ শামসুল হক তার 'নারী কোষ' বই এর ১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন– এক সময় হিন্দু নারীরাও মশারীর ভেতরে বসে গঙ্গাস্নানে যেত। ভারত বর্ষীয় হিন্দু-মুসলিম নারী অসুখেও ডাক্তার দেখাতো ঘেরা টোপের আড়াল থেকে। প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু সমাজে 'অসূর্যম্পর্শ্যা' নামক একটি শাস্ত্রীয় শব্দ চালু আছে। অর্থাৎ সূর্যালোকও নারীদের ছোঁবে না।

ইয়াহূদী ধর্মে পর্দা : ইয়াহূদী আইনে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পর্দার বিধান রয়েছে।

১। **পুরুষ :** ইয়াহূদী আইনানুযায়ী একজন পুরুষের জন্য চার হাত পরিমাণ জায়গা মাথা খোলা অবস্থায় হাঁটা নিষেধ। আবার কারো কারো মতে, মাথা খোলা অবস্থায় এক ধাপও যাওয়া নিষেধ। এছাড়াও মাথা খোলা অবস্থায় আল্লাহর নামে প্রার্থনা করা কিংবা তাওরাত পড়াও নিষেধ।

[Masechta Sofrim 14:15 (ম্যাসেচটা সফ্রিম ১৪:১৫)]

নারী : যে নারীর বিয়ে হয়েছে (হোক সে বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা) তাকে মাথা ঢাকতে হবে। [BaMidbar 5:18(বামিদবার ৫:১৮)]

২. "তোমরা মাথা ঢাকো তাহলে তুমি খোদার প্রতি ভয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে।" [Shabba: 156b (শাব্বাত ১৫৬বি)]

৩. "মাথা হলো মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা।"

[Shabba: 156a (শাব্বাত ৬১এ)]

৪. "একজন পুরুষ যখন পর্দা করে তখন সে মারাত্মক ধরণের পাপ থেকে বিশেষ নিরাপত্তা লাভ করে।" [Menacho: 43b (মেনাচোট ৪৩বি)]

৫. "যে ব্যক্তি তাওরাতের বিধানগুলো মেনে চলল সে এর দ্বারা সবেচেয়ে বেশি নিরাপত্তাবেষ্টিত থাকল।" [Shabba: 32b (শাব্বাত ৩২বি)]

৬. "আল্লাহ বলল, হে মানুষ! তোমার কাছে আমি যা চাই তা হলো, নিরপেক্ষ বিচার করবে, সৃষ্টিকে ভালোবাসবে, দয়াশীল হবে এবং দৃষ্টি নত করে, শালীনতা ও বিচক্ষণতার সাথে হাঁটবে।" [Micha 6:8(মিকা ৬:৮)]

৭. "একজন স্ত্রীলোকের নম্রতা, শালীনতা ও সতীত্বের ব্যাপারে সহজাত যে জ্ঞান তার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিত। স্ত্রীলোকদেরকে শালীন পোশাক পড়তে এবং মাথা ঢেকে পর্দা করতে বিশেষভাবে উপদেশ দেয়া যাচ্ছে যেন তারা পুরুষের অনুভূতিতে আগুন না ধরায়।" [Bava kamma 82b(বাভা কম্ম ৮২বি)]

'এনসাইক্লোপিডিয়া বিবলিকা'-র ৫২৪৭ পৃষ্ঠায় আছে হিব্রু নারীদের সাধারণ পোশাকের একটা অংশ ছিল 'নেকাব'। এই নেকাব মাথা থেকে কাঁধ ঢেকে কোন কোন সময় পা পর্যন্ত চলে যেত। এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ইয়াহুদী ধর্মগ্রন্থ 'তালমুদ' থেকে।

বৌদ্ধ ধর্মে পর্দা : "যাহাতে স্বামীর কোন প্রকার কষ্ট না হয় তদ্বিষয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে। পর-পুরুষের প্রতি ভ্রমেও খারাপ মনোভাব নিয়া দৃষ্টিপাত করিবেনা। পতিব্রতা ধর্ম উত্তম রূপে রক্ষা করিবে। স্বামী প্রমুখ বাড়িস্থ সুখ-অসুখ সর্বদা জিজ্ঞাসা করিবে।"

"যাহাতে উদর, পেট ও স্তন দেখা না যায়, সেইরূপেভাবে বস্ত্র পরিধান করিবে ও গায়ে দিবে। সর্বদা পরিষ্কার বস্ত্র ব্যবহার করিবে। পুরুষ সম্মুখে চুল আঁচড়াইবে না এবং উকুন ধরিবে না।.... ।"

(গৃহিনীতি পর্ব : নারীদের কর্তব্য : ২৫২-২৫৪ পৃষ্ঠা)

ইতিহাস থেকে জানা যায়– সম্রাট অশোকের পরিবারে অবরোধন বা পর্দার ব্যবস্থা ছিল। যথা–And quite inconsonance, with it is the mention of Anthapura where koutily a gives directions not only how to build it but also how to guard it against outsiders.

(Asoka, page: 189)

অর্থাৎ- "পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যতার সাথে কৌশল্যা নির্দেশ দেন, যা ইনতাপুরায় উল্লেখ আছে– শুধু একে (দেহকে) গঠন করা নয় বরং কীভাবে বাইরের লোকদের থেকে হিফাজত করতে হবে সেটিরও।"

অন্যান্য জাতি ও ধর্মে পর্দা : ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবদের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, মরুময় আরবের বেদুঈনগণ সবখানে বিচরণ করলেও শহরের নারীগণ নিজেদের অন্তরালবর্তী করে রাখতেন। আসিরীয় মেয়েদের মুখাবরণ পরিধান ও অন্দর মহলে থাকার প্রমাণ ইতহাসে রয়েছে। চীন ও জাপানের মেয়েদের বিচরণ নিয়ন্ত্রিত ছিল।

এভাবে পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই- সে যুগে সারা পৃথিবীর নারীগণ পর্দার প্রথার সাথে কম বেশী পরিচিত ছিল। অতএব, হিজাব একটি সার্বজনীন ব্যবস্থা এবং মুসলিম হিজাব ব্যবস্থাই সবচেয়ে সহজ অনুকরণযোগ্য। (সূত্র : বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্দা- ১৯-২৪ পৃষ্ঠা; ইভটিজিং কারণ ও প্রতিকার- ১১৬-১১৯ পৃষ্ঠা)

হিজাব তথা পর্দার বিধান প্রতিপালনের কল্যাণকর দিক

হিজাব প্রতিপালনে ব্যক্তিক, সামষ্টিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক চরিত্রে নানাবিধ কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে। সমাজ জীবনে এর নৈতিক প্রভাব মূল্যায়ন করে বাণীবদ্ধ করা পুরোপুরি সম্ভব না হলেও এমন কিছু বিষয় আছে যা উল্লেখ করার মাধ্যমে পর্দার উপকারিতার বহর অনেকটাই অনুমান করা যাবে। নিম্নে কয়েকটি মৌলিক কল্যাণকর দিক আলোচনা করা হলো :

১. পর্দার বিধান আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান হওয়ার কারণে তা প্রতিপালনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহর উপর সন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহ্ যে বান্দাহর উপর সন্তুষ্ট থাকবেন দুনইয়া ও আখিরাতে তার কোন চিন্তা নেই।

২. এ ব্যবস্থা নারী-পুরুষের যৌন জীবনকে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত করে। যৌন স্পৃহা একটি অদম্য স্পৃহা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও খোলামেলা পরিবেশে যা আরো বেসামাল হয়ে উঠে। সম্ভাবনা দেখা দেয় নিয়ন্ত্রণ হারাবার। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম হলো পরস্পর থেকে দূরত্ব রজায় রাখা। যা পর্দার মাধ্যমে সম্ভব। হিজাব পরিধান নারীদের লজ্জাশীলতার বহিঃপ্রকাশ।

৩. এ ব্যবস্থার কল্যাণকর দিকসমূহের একটি হলো যিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ প্রভৃতি নোংরামি বন্ধ হয়। বেপর্দার সুযোগে পুরুষগণ পর নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কামানার আগুনে প্রজ্জলিত হতে থাকে। পরিণতিতে যিনা-ব্যভিচারে ও ধর্ষনের মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়। যদি নারীরা পর্দা পালন করে চলে, তাহলে পুরুষদেরকে কামতাড়ানায় তাড়িত হতে হয় না। নারীদের সৌন্দর্য, অলংকার, বেশ ভূষার চাকচিক্য নজরে না পড়লে পুরষের চিত্ত চঞ্চল হওয়ার

সম্ভাবনা একেবারেই শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। অতএব, বুঝা গেল পুরুষের চিত্ত চঞ্চলতা, মানসিক অস্থিরতা ও কাম তাড়ানা বিবৃত্ত করার প্রধানতম উপায় নারীদের পর্দা মেনে চলা। অবাধে আব্রুহীন ও বস্ত্রহীন হয়ে পুরুষদের সামনে চলাফেরা না করা।

৪. অবৈধ যৌনাচার কারণে যেসব যৌন রোগের সৃষ্টি হয় সেসব রোগ থেকে মানুষ সহজে রেহাই পায় না। এ যাবৎ পৃথিবীতে মানুষ যত মারাত্মক যৌন রোগে আক্রান্ত হয়েছে তা যৌন বিশৃঙ্খলার কারণে এবং পর্দা হীনতার কারণেই হয়েছে। পাশ্চাত্যে এইডস্ এর ছড়াছড়ি তারই ধারাবাহিকতার অংশ। যে সমাজে, যে রাষ্ট্রে যৌন শৃঙ্খলাবোধ, নৈতিকতা এবং পর্দা থাকবে না সে সমাজ ও রাষ্ট্রে এইডস্ এর মতো মারাত্মক মরণব্যাধির ছড়াছড়ি হওয়াই স্বাভাবিক।

৫. পর্দা প্রতিপালনের দ্বারা নারী-পুরুষের অন্তরে অসঙ্গত মানসিক চিন্তা তথা মানসিক বিকলতা সৃষ্টি হয় না। অন্তরের পবিত্রতা ও প্রশান্তি বজায় থাকে।

৬. পর্দার বিধান পালনে মানব বংশ পূতঃপবিত্র থাকে। অবৈধ কোনোসন্তান মানব বংশের পবিত্রতা বিষ্ট করতে পারে না।

৭. পর্দা মানুষের উন্নত নৈতিক চিরত্র সৃষ্টি করে আত্ম-সম্মান বোধ জাগ্রত করে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা ও আভিজাত্যতা আনয়ন করে, সম্মান ও মর্যাদার প্যাত্রে রূপান্তরিত করে। উত্যক্ত (ইভটিজিং) হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৮. পর্দায় নারীর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা অক্ষুন্ন থাকে। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি ত্বকের উপর নেগেটিভ প্রভাব ফেলতে পারে না। লোলুপ দৃষ্টির নেগেটিভ প্রভাব থেকেও ত্বক রক্ষা পায়।

৯. পর্দায় শারীরিক দোষ-ত্রুটি ঢেকে থাকার ফলে অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া থেকে বেঁচে থাকা যায়। কারো সৌন্দর্যের প্রতি ও হিংসা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং কারো কুৎসিত ও খারাপ চেহারা অন্যের উপহাস ও ঘৃণার সৃষ্টির হয় না। উভয় দিক থেকেই হিফাজতে থাকা যায়।

১০. পর্দা প্রতিপালনে দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধি পায়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল হয়। কেউ কারো ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় পোষণ করার মানসিকতা রাখতে পারে না। ফলে দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠে আস্থাশীলতা ও মধুরতার প্রতীক।

১১. পর্দা সামগ্রিকভাবে সমাজ জীবনকে সুস্থ রাখে। এছাড়াও পর্দার আরো অসংখ্য উপকারিতা ও কল্যাণকর দিক রয়েছে। যা প্রত্যেক সমাজেই ও ধর্মেই কাম্য হওয়া উচিত।

হিজাববিহীন জীবন যাপনে সামাজিক কুফলসমূহ

হিজাব প্রতি পালনে যেমনিভাবে সামাজিক ভারসাম্য বজায় থাকে, নারী পুরুষের পারস্পরিক স্বাতন্ত্রতা অক্ষুন্ন থাকে, নৈতিক চরিত্রে অটুট থাকে, উজ্জত আব্রু নিরাপদ থাকে, শারীরিক রূপ-সৌন্দর্য লাবণ্যতা অক্ষুণ্ন থাকে এবং বৃদ্ধি পায়, লোলুপ ও বদ নজর থেকে নিজ দেহকে রক্ষা করা যায় এবং সর্বোপরি বিভিন্ন রকমের সুফল ভোগ করা যায়। সামাজিকভাবে ঠিক তেমনি হিজাববিহীন জীবন যাপনে নষ্ট হয় সামাজিক ভারসাম্য নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে আঘাত হানে। নৈতিক চরিত্র ভেঙ্গে পড়ে। ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়, দৈহিক রূপ-সৌন্দর্য ও লাবণ্যতা হ্রাস পায়, লোলুপ দৃষ্টি ও কুনজরের শিকার হয় এবং সর্বোপরি পরিলক্ষিত হয় সামাজিক নানা ধরনের কুফল ও খারাপ পরিণতি। সমাজ ব্যবস্থা যদি নিষ্কলুষ ও শান্তি শৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ হয় তা হলে সকলেই নিশ্চিন্ত ও নিরাপত্তা বোধ করে। আর যদি সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, ভারসাম্যহীন ও নৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়, তাহলে সমাজের অধিবাসীরাও বিশৃঙ্খল উৎকণ্ঠিত ও অশান্তিতে দিনাতিপাত করে। হিজাব হীনতার কারণেই নারী-পুরুষের মানসিক পরিবর্তন ঘঠে থাকে। নারী নিজেকে শৃঙ্খল মুক্ত কল্পনা করতে থাকে এবং নৈতিক বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজেকে সপে দেয় অনৈতিকতা, অনিশ্চয়তা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বেলেল্লাপনা ও পর্দাহীনতায়। গা ভাসিয়ে দেয় নিয়ন্ত্রণহীন জীবন যাপনে। আর পুরুষ এরই সুযোগে মানসিক ভাবে অস্থির হয়ে উঠে। দেখা দেয় তার মধ্যে চিত্তচঞ্চলতা। নৈতিকতার বোধ শক্তি হারিয়ে সে এক পর্যায়ে লঙ্ঘন করে বসে হিজাবের সীমানা। চড়াও হয় নারীর উপর। লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নারীদের প্রতি। অনিবার্য হয়ে পড়ে ইভটিজিংসহ ব্যভিচারের মতো অপরাধের এবং সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এইডস এর মতো মরণ ব্যাধি। আর তখনি পারস্পরিক নৈতিকতার প্রাচীর ভেঙ্গে সমাজটা রূপ নেয় আস্ত একটা জাহান্নামে। জীবন হয়ে উঠে বিভীষিকাময়। সমাজে দেখা দেয় নানা রকম কুফল।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হিজাব

আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾

"তারা (নারীরা) যেন বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে।"

(সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩১)

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾

"তোমরা (নারীরা) তোমাদের ঘরে অবস্থান কর, প্রাচীন মূর্খ যুগের মতো সাজ-সজ্জা করে বের হইও না।" (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৩৩)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহ্ নারীদেরকে হিজাব পালন করা তথা তাদের দেহ ঢেকে রেখার পাশাপাশি বাইরে বেপর্দা হয়ে তথা উন্মুক্তভাবে সাজ-সজ্জা করে বের হতে নিষেধ করেছেন। অন্যথায় হিজাব না করার ক্ষতির কারণ বর্তমান স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের গবেষণায় সহজেই প্রমাণিত হয়। যা নিম্নে তুলে ধরা হল :

স্বাস্থ্যকে সুন্দর ভাবে রক্ষার জন্য মাথা ঢেকে রাখা একান্ত জরুরী। বিখ্যাত মস্তিষ্ক গবেষণা বিশেষজ্ঞ ভি. জি. রোসিন লক্ষ্য করেছেন- ১০৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় মস্তিষ্কের ফসফরাস গলতে শুরু করে। মাথায় আবরণবিহীন অবস্থায় প্রচন্ড সূর্যতাপের মধ্যে একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত থাকলে যে কোন সময় এ উচ্চ তাপমাত্রায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে মস্তিষ্কের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। শুধু তাই নয় স্মরণ-শক্তি লোপ পেয়ে যাওয়ার ও ব্রেইনের কোন কোন অংশের কর্মপ্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা দেয়।

সূর্যের আলোতে বিদ্যমান Ultra Violet রশ্মি প্রচণ্ড গরমের সময় মেয়েদের নরম ত্বক ও দেহের জন্য ক্ষতিকর। বেপর্দা থাকার কারণে শরীরের অনাবত অংশে সূর্যরশ্মির প্রভাবে ত্বক ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিও থাকে। চর্ম ক্যান্সারের পূর্ব রোগ হচ্ছে Solar Keratosis। সূর্যের আলো সরাসরি লাগলেই এই রোগ হয়। অথচ উপরোক্ত আয়াতানুযায়ী পর্দা করার মাধ্যমে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকলে এ রশ্মিগুলো ত্বক ও দেহ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। রসায়ন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শরীরের যে অংশ খোলা থাকে, সে-অংশে 'মেলানিন' নামক হরমোন বা প্রাণরস-এর পরিমাণ বেড়ে যায় ফলে রং কালো হয় এবং লাবণ্য কমে যায়।

এক কানাডীয় চিকিৎসক উদ্ধৃতি দিয়েছেন- সৌদী আরবের বেশীরভাগ মহিলাই পূর্ণ মুখঢাকা বোরখা পরিধানে অভ্যস্থ হওয়ায় তাদের মধ্যে 'ইপস্টেইন বার ভাইরাস'-এ আক্রান্তের হার খুবই কম। এই ভাইরাস নাক ও গলায় ক্যান্সারের কারণ হিসেবে কাজ করে। সুতরাং পর্দার বিধান পালনে অভ্যস্ত নারীরা নিজেদের লাজুকতা ও শালীনতা রক্ষার পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিপদের ঝুঁকি কমায়।

অতএব, ইসলামের প্রতিটি অনুশাসন বিজ্ঞানের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ।

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾

"এটি এমন একটি গ্রন্থ যা আমি নাযিল করেছি খুব মঙ্গলময়, অতএব এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর-যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও" ।

(সূরাহ্ আল আন'আম ৬ : ১৫৫)

এক নজরে মহিলাদের পোষাক কেমন হওয়া দরকার

১. মহানাবী ﷺ বলেন "মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়) আর সে যখন বের হয়, তখন শাইত্বন তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে পরিশোভিতা করে তোলে ।" (তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ হাঃ ৩১০৯)

২. 'আয়িশাহ্ (রাযি.) বলেন "পূর্বের মুহাজির মহিলাদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলে তারা তাদের পরিধেয় কাপড়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মোটা কাপড়টিকে ফেড়ে মাথার ওড়না বানিয়ে মাথা (ঘাড়-গলা-বুক) ঢেকেছিল ।" (আবূ দাউদ, সুনান হাঃ ৪১০২)

৩. "যে লেবাস মহিলা পরিধান করবে সেটা যেন (বেগানা পুরুষের সামনে) সৌন্দর্যময় ও দৃষ্টি-আকর্ষিক না হয় ।" (সূরাহ আন্ নূর ২৪ : ৩১)

৪. লেবাস যেন এমন পাতলা না হয়, যাতে কাপড়ের উপর থেকেও ভিতরের চামড়া দেখা যায়। এ ধরনের ঢাকা থাকলেও খোলার পর্যায়ভুক্ত। "হাফসাহ্ বিনতে আবদুর রহমান পাতলা ওড়না পরে 'আয়িশাহ (রাযি.)-এর নিকট গেলে তিনি ওড়নাকে ছিড়ে ফেলে দিলেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরতে দিলেন ।" (মুওয়াত্তা মালিক, মিশকাতুল মাসাবীহ হাঃ ৪৩৭৫)

৫. পোশাক যেন এমন টাইটফিট না হয়, যাতে দেহের উঁচু নিচু বুঝা যায় ।

৬. "সেন্ট বিলাবার উদ্দেশে কোন মহিলা যদি তা ব্যবহার করে পুরুষদের সামনে যায় তবে সে বেশ্যা মেয়ে ।"

(সুনান আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ হাঃ ১০৬৫)

৭. লেবাস যেন কোন কাফিরদের অনুসরণ না হয়। প্রিয় নাবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন (লেবাস-পোশাকে, চাল-চলনে অনুকরণ) করবে সে তাদেরই দলভুক্ত ।" (সুনান আবূ দাউদ, মাসাবীহ হাঃ ৪৩৪৭)

৮. মহিলাদের লেবাসে চুল, পেট, পিঠ, হাতের কব্জির উপরি ভাগের অঙ্গ (কনুই, বাহু প্রভৃতি) বের হয়ে থাকলে সলাত হয় না। কেবল চেহারা ও কব্জি পর্যন্ত হাত বের হয়ে থাকবে। পায়ের পাতাও ঢেকে নেয়া কর্তব্য ।

(মজমূআতুল বুহুসিল ইসলামিয়াহ ৬/১৩৮, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ, সাউদী 'উলামা-কমিটি ১/২৮৮, বিদা: ১৪ পৃঃ)

৯. অবশ্য সামনে কোন বেগানা পুরুষ থাকলে চেহারাও ঢেকে নিতে হবে। ঘর অন্ধকার হলেও বা একা থাকরেও সলাত আদায় করতে ঢাকা ফার্‌য এমন অঙ্গ প্রকাশ পেয়ে গেলে সলাত বাতিল হয়ে যাবে। সেই সলাত পুনরায় ফিরিয়ে পড়তে হবে। (ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ, সাঊদী 'উলামা-কমিটি ১/২৮৫)

প্রকৃত হিজাব পালন না করলে পরকালে এর ভয়াবহ পরিণাম

রসূল ﷺ বলেন "দু' শ্রেণীর জাহান্নামীকে আমি দেখিনি। তাদের এক শ্রেণীর হাতে গরুর লেজের মত লাঠি থাকবে এবং তা দিয়ে মানুষকে প্রহার করবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জাহান্নামী ঐ সকল নারী যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ থাকে। যারা পথচ্যুত এবং অন্যদেরকে পথচ্যুত করবে। এদের মাথা হবে উটের পিঠের মত ঢং করে বাঁকানো, এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও তারা পাবে না। যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকেও পাওয়া যাবে।" (সহীহ মুসলিম- ৫/৫৪৭৫, আ. হা. লাই.)

এভাবেই হাদীসে পর্দাহীনতা সম্পর্কে পরকালের এক ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে, যারা কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ। কারণ কাপড় পাতলা হওয়ার কারণে তাদের সর্বাঙ্গ দেখা যায় কিংবা আট-সাঁট বা টাইট ফিটিং হওয়ার কারণে তাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সহজেই পরিদৃষ্ট হয় এবং বিশেষ অঙ্গের প্রতি পুরুষের দৃষ্টি পড়ে। ফলে যুবকরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সমাজে ফিতনা অবধারিত হয়। তাই যারা এটা মনে করে যে, শুধু বোরকা পরলেই পর্দা প্রকৃত হাক্ব আদায় হয়ে যায় তাদের ধারনা নিতান্তই ভুল। কুরআন ও হাদীসে যেভাবে মার্জিত পর্দার কথা উল্লেখ হয়েছে সেভাবেই নারীদেরকে পর্দা তথা হিজাব পরিধান করতে হবে এবং তা অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য।

অতএব ইসলামী শরী'আহ্ অনুযায়ী প্রকৃত হিজাব হবে এমন প্রশস্ত ও ঢিলেঢালা যাতে শরীরের কোন অঙ্গ বুঝা না যায়। কাপড় এমন পাতলা হবে না যাতে ভিতরের কোন অংশ প্রস্ফূটিত হয়। পোশাক এতটা আকর্ষণীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ হবে না যাতে বিপরীত লিঙ্গ আকর্ষিত হয়। অথচ সকল নারীর উপরই এ হিজাব পরিধান করা ফরয। উম্মুল মু'মিনাগণ ও সহাবা কিরামগণ পর্দা সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তখন নারী-পুরুষ সবাই পর্দার বিধান মেনে জীবন যাপন করেছেন। আজও তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় সৌদী আরব, ইরাক, ইরান, ইয়ামান, বাহরাইন, মিসর, কুয়েত সহ প্রভৃতি দেশে। এমনকি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের মত সেক্যুলার রাষ্ট্রেও মুসলিম মেয়েরা হিজাব পরিধান করে চলছে।

উপসংহার : নারী এক ভিন্ন সত্তা, অস্তিত্ব, মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। তার নম্রতা, ভদ্রতা, শালীনতাবোধ ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে। একজন মুসলিম নারীর আইডেনটিটি তার হিজাব, তার শালীনতা। নারীর মর্যাদা তার পর্দায়। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সবচেয়ে বেশী জানেন কিভাবে চললে আমাদের জন্য কোনটি কল্যাণকর ও অকল্যাণকর হবে। ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন কোন বিধান নাযিল করা হয় বা কোন কাজকে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয় তখন সেই কাজের সব ছিদ্রপথ, যা মানুষকে হারাম কাজে পৌঁছে দেয়, তা সবই বন্ধ করে দেয় এবং সমস্ত কাজগুলোর ফলাফল বা পরিণাম, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে মানব সমাজে কেন এবং কি ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে তা সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে হারাম ঘোষণা করে আমাদের জীবন চলার পথকে সহজ করে দেন। তাইতো মহান আল্লাহ ঘোষণা দেন :

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾

"অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য) দান করে ও (আল্লাহকে) ভয় করে, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তার জন্য সুখের পথে চলা সহজ করে দেব।" (সূরাহ্ আল লায়ল ৯২ : ৫-৭)

সবশেষে এই বলে শেষ করতে চাই যে, মা-বোনেরা আমাদের সবাইকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং সকল কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে 'আলাহর' কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ (ক্ষুদ্র-বৃহৎ) সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী"

(সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৮৬)

তাই আসুন! একমাত্র সবাই আল্লাহকে ভয় করে তাঁর সন্তুটি অর্জন করার লক্ষ্যে হিজাব পরিধানে সতর্ক হই এবং কুরআন ও হাদীস থেকে সঠিক শিক্ষা লাভ করে পর্দা পালনের পাশাপাশি সকল 'আমাল করি। আলাহ তা'আলা আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন।
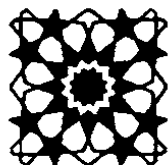
তথ্যসূত্র

১) মা'আরিফুল কুরআন, ২) তাইসীরুল কুরআন (বাংলা অর্থানুবাদ)- তাওহীদ প্রকাশনী, ৩) সহীহ্ মুসলিম- আহলে হাদীস লাইব্রেরী, ৪) দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা- ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, আস্ সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, ৬) সলাতে মুবাশ্শির- আবদুল হামীদ ফাইযী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৭) স্বলাতে নারীর পোষাক ও পর্দা- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, আত তাওহীদ প্রকাশনী, ৮) হিজাব ও বাস্তবতা প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-মিছবাহ উদ্দিন, রাহবার পাবলিকেশন্স, ৯) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্দা- সহঃ অধ্যাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম ভূঞা, রাহবার পাবলিকেশন্স, ১০) কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী (সঃ)- সম্পাদিত : মোঃ গোলাম মুস্তাফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১১) কুরআন মাজীদের উৎকর্ষের কিছু দিক- অধ্যাঃ গোলাম ছোবহান, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১২) প্রবাদ প্রবচন- মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রফেসরস্ প্রকাশনা, ১৩) পর্দা বাস্তব প্রয়োজন- হাফিয মাওঃ তারিক মুহাম্মাদ নাছরুল্লাহ, অলিক পাবলিকেশন্স, ১৪) বিভ্রান্তির বেড়াজালে পর্দা- আব্দুল হামীদ আল বেলালী, নোমান প্রকাশনী, ১৫) ইভটিজিং কারণ ও প্রতিকার- মোঃ শাব্বির হোসাইন, শব্দ শিল্প, ১৬) নারীর মর্যাদা ও অধিকার- মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ হাশেমী, ১৭) টিনএজ কন্যার সাথে পিতা-মাতার সম্পর্ক- ডা. মোঃ মাকসুদ উল্যাহ, ১৮) মোবাইল ফোন কেন বিকৃতি ছড়ানোর হাতিয়ার- এস এম. নাজমুল হক ইমন, ১৯) অশ্লীলতা ও সাইবার ক্রাইম- লায়লা রহমান, ২০) সামাজিক অপরাধ ও ইসলামী অনুশাসন- ছকিনা বেগম, ২১) ইভটিজিং সামাজিক ব্যাধি- আফতাব চৌধুরী, ২২) আদর্শ নারী- আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ২৩) সংক্ষিপ্ত পোশাকে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়- আত-তাহরীক-১৪তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা-এপ্রিল ২০১১ ইং, ২৪) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পর্দা-সাপ্তাহিক আরাফাত-৫২ বর্ষ ২৯ সংখ্যা-ফেব্রুয়ারী ২০১১ ইং, ২৫) বে পর্দায় চলা-মাসিক দারুস সালাম ১৪ বর্ষ ৯ম সংখ্যা-জুন ২০১২ ইং ২৬) হিজাবের বিধান মেনে চলা জরুরি- দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৭) ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক- দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৯/০৫/২০০৯ ইং, ২৮) ইভ টিজিং! ইভ টিজিং! - দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ০৬/১১/২০১০ ইং, ২৯) ইয়াবা সংস্কৃতি আগ্রাসন- দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৩০) প্রচলিত আইনে ইভটিজিং প্রতিরোধ কতটুকু সম্ভব- দৈনিক নয়া দিগন্ত ২৭/০৩/২০০৮ ইং, ৩১) ইভটিজিং সমস্যা ও সমাধান-দৈনিক নয়া দিগন্ত ২৭/০৪/২০১০ ইং, ৩২) নারীদের সম-অধিকারের নামে কুরআনের অপব্যাখ্যার চেষ্টা চালাচ্ছে- দৈনিক নয়া দিগন্ত ২৬/০১/২০১০ ইং, ৩৩) তুবও বাড়ছে ইভটিজিং- দৈনিক নয়া দিগন্ত ১১/১০/২০১০ ইং, ৩৪) ইসলামী শরীয়তে পর্দা- দৈনিক নয়া দিগন্ত ২৬/১২/২০০৮ ইং, ৩৫) ধর্মীয় মূল্যবোধ নারীর রক্ষাকবচ- দৈনিক নয়া দিগন্ত ২১/০৯/২০১০ইং, ৩৬) সংস্কৃতি- হাঃ মুহাম্মাদ আইয়ূব, আহলে হাদীস লাইব্রেরী ডেস্ক।